দৈনিক ইত্তেফাক

13

তারিখ ... SEP. 0 8 1999 ...
পৃষ্ঠা .. 9 .. কলাম ..

আমার প্রিয় স্কুল

'আমার প্রিয় স্কুল' এই বিভাগে আজ আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের উপর একটি লেখা ছাপা হলো। এটি লিখেছে আরমানিটোলা স্কুলের বিজ্ঞান শাখার নবম শ্রেণীর ছাত্র ওবায়দুল হক সুমন। এই বিভাগে পরবর্তী পর্যায়ে ছাপা হবে খুলনা জিলা স্কুলের পরিচিতি। – *দাদাভাই।*

আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

■ এ, এস, এম ওবায়দুল হক সুমন ■

ওবায়দুল হক সুমন

বাংলাদেশের স্কুলগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক স্কুল খোঁজ করলে হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলের খোঁজ পাওয়া যাবে। আর ঐতিহাসিক স্কুলের কথা বলতে গেলে আরমানিটোলা স্কুলের কথা বাদ দেয়া যাবে না। এই ঐতিহাসিক স্কুলটি পুরাতন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র আরমানিটোলা এলাকায় অবস্থিত।

স্কুলটির অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই ঐতিহাসিক তারা মসজিদের কথা বলতে হয়। তারা মসজিদের পাশেই স্কুলটির অবস্থান। লাল ইটে গাঁথা বিশাল স্কুল ভবন, দু'টো প্রশস্ত মাঠ, ছায়া সুশীতল দেবদারু গাছের সারি, আর সামনে অবস্থিত মুসলিম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন ঐতিহাসিক "তারা মসজিদ"– সব মিলে বিদ্যালয়টির পরিবেশ হয়ে উঠেছে সুদৃশ্য ও মনমুগ্ধকর।

আরমানিটোলা হাইস্কুলের লাল ইঁটের পুরনো ভবন। এখনও এ ভবনে ক্লাস হয়

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে যে ঢাকার অবস্থান একথা কারও অজানা নয়। আর বুড়িগঙ্গা নদীর অদূরেই এই ঐতিহাসিক স্কুলটি অবস্থিত। স্কুলটির কাছাকাছি রয়েছে আরমানিয়ানদের স্মৃতিবিজড়িত গির্জা। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজসহ আরও অনেক কিছু। এই স্কুলটির অদূরেই নির্মিত হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর দ্বিতীয় সেতুটি।

কয়েক একর জমির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বৃটিশ স্থাপত্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯০৪ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের একমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যায়ের 'এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিদ্যালয়টি। আরমানিয়ানদের স্মৃতিবিজড়িত শুধুমাত্র সৌন্দর্য আর বিশালত্বেই নয় বরং শিক্ষা-দীক্ষা, শিষ্টাচার, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের যে ঐতিহ্য ও সুনাম ছিল, আজ তা অনেকটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে প্রবেশিকা এবং পরবর্তীকালে এস,এস,সি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবছর মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে ১ম স্থানসহ বিভিন্ন স্থান অধিকার করে আসছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হয় যে, নানা কারণে বিদ্যালয়টি তার অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি ঘটে। ঠিক এমনি সময়ে ১৯৯২ সালের শেষের দিকে আমাদের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব মুহম্মদ নাসির উদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার গ্রহণ করে দৃপ্ত হস্তে আইন-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। আনন্দের সাথে বলতে হয়, তিনি অনেকটা সফলও হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে এ বিদ্যালয়টি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান শিক্ষক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। এতে বিদ্যালয়ের সকলেই গর্বিত।

১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল পূর্ববর্তী বছরগুলোর থেকে অনেক ভাল। ১৯৯৩ সালের পর থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার প্রায় ১০০%। ১৯৯৮ সালে আমাদের এই বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক-এই তিন গ্রুপ থেকে মোট ১৩০ জন পরীক্ষা দিয়ে ৪০ জন ষ্টার মার্কস পায়। বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৯তম স্থান করে নেয়। সামগ্রিক বিচারে ফার্স্ট ডিভিশন ও ষ্টারের হার ৯৫% থেকে ৯৮%।

প্রায় ১৫০০ ছাত্রের এই বিদ্যালয়টি ক্রীড়াঙ্গনে পিছিয়ে নেই। আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা হকি প্রতিযোগিতা শুরু হবার পর থেকে প্রায় প্রতিবছর এই বিদ্যালয়টি চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব অর্জন করে আসছে। ১৯৯৭ সালেও আমাদের এই বিদ্যালয়টি আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব অর্জন করে। হকি খেলা এই স্কুলের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। এছাড়া আশেপাশের স্কুলগুলোর সাথে প্রায়ই বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচ খেলে থাকে এই স্কুলের ছাত্ররা। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পিছিয়ে নেই। আরমানিটোলা স্কুল প্রতিবছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও বাইরের অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে এই স্কুলের ছাত্ররা। এছাড়াও কিছু সংখ্যক ছাত্র এককভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করে থাকে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বনামধন্য বাউল শিল্পী কিরণ চন্দ্র রায় আমাদের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রদের প্রতি আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্নেহ-ভালবাসার অন্ত নেই। ছাত্রদেরকে তাঁরা গড়ে তুলছেন আপন মহিমায়। শিক্ষকদের আন্তরিক পরিচর্যা ও চেষ্টায় আমরা গড়ে উঠছি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শবান হয়ে।

পুরাতন ঢাকা তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এবং আরমানিয়ানদের স্মৃতিবিজড়িত অন্যতম স্কুল হিসাবে আরমানিটোলা স্কুলের হারানো গৌরব ফিরে পাবার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী সকলেই সচেষ্ট। স্কুলের শিক্ষক মহোদয়ের আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা, মমতায় এবং স্কুলের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্কুলটি আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, এ কথাটা আমরা যারা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, তারা সর্বদা মনে লালন করে থাকি এবং শুভ কামনা করি। ☐

আরমানিটোলা হাইস্কুলের নতুন ভবন